World Ocean Day 2026

Celebration Booklet

REIMAGINE,

Beyond the World We Know,
A New Relationship With Our Ocean

Department of Fisheries, Bangladesh

8 June 2026 | Dhaka

Supported by: FISHNET Project

For Ocean Conservation, Blue Economy and Sustainable Future

World Ocean Day-২০২৬ উদযাপন স্মারক বুকলেট

প্রকাশনা পরিচিতি

এই বুকলেটটি World Ocean Day 2026 উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/উদযাপন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত দলিল, আলোচনার সারাংশ, অংশগ্রহণকারীদের মতামত, ছবি, উপস্থাপনা ও সংবাদ প্রকাশনার সংকলন হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপদেষ্টা	ড. মোঃ খালেদ কনক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রকাশনায়	মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০
সহযোগিতায়	FISHNET Project, Led by: Uttaran
অনুষ্ঠানের তারিখ	৮ জুন ২০২৬
স্থান	মৎস্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
সংকলন ও সম্পাদনা	ব্লু-ইকোনমি উইং, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সম্পাদকীয় কথা

World Ocean Day 2026 উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মশালা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, সুসুনীল অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজনদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় ও সমন্বিত ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

এই স্মারক বুকলেটে দিবসটির প্রেক্ষাপট, মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগ, কারিগরি উপস্থাপনার সারাংশ, অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সুপারিশ, নির্বাচিত আলোকচিত্র, পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন সংকলিত হবে।

Citation: DoF2026.World Ocean Day 2026 Celebration Booklet. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 36p

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা ও প্রকাশনা তথ্য	১
World Ocean Day: সূচনা ও তাৎপর্য	৩
২০২৬ সালের থিম ও প্রাসঙ্গিকতা	৪
বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ ও এর প্রেক্ষাপট	৫
সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা	৬
অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ	৭
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও অতিথিবৃন্দ	৮
কারিগরি উপস্থাপনা	৯
উন্মোক্ত আলোচনা পর্ব: মতামত ও সুপারিশ	১০-২০
সভাপতির বক্তব্য	২১
ফটো গ্যালারি	২২
পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা	২৩-৩২
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ	৩৩
প্রেস ব্রিফিং/সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	৩৪-৩৫
সংযোজনী ও প্রকাশনা নির্দেশিকা	৩৬

অধ্যায় ১

World Ocean Day: সূচনা ও তাৎপর্য

World Oceans Day প্রতি বছর ৮ জুন পালিত হয়। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)-এর সমান্তরাল Global Forum-এ প্রথম “Oceans Day” ঘোষণার মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৮ জুনকে “World Oceans Day” হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ২০০৯ সাল থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক এর আনুষ্ঠানিক উদযাপন শুরু হয়।

দিবসটির উদ্দেশ্য

সমুদ্রের অবদান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মানুষের কার্যক্রমের প্রভাব তুলে ধরা, টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণে নাগরিক, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও অংশীজনদের একত্রিত করা।

- সমুদ্র পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সরবরাহ, অক্সিজেন উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অপরিহার্য।
- বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশের জন্য সমুদ্র খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও সুনীল অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি।
- দিবসটি সামুদ্রিক গবেষণা, সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায় নতুন অঙ্গীকার তৈরির সুযোগ দেয়।

অধ্যায় ২

World Ocean Day 2026: থিম ও প্রাসঙ্গিকতা

UN World Oceans Day 2026 Theme

Reimagining our Relationship with the Ocean
সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনর্কল্পনা

২০২৬ সালের বৈশ্বিক আলোচনায় সমুদ্রকে দূরবর্তী বা সীমাহীন সম্পদ হিসেবে দেখার পরিবর্তে মানবজীবন, জলবায়ু, খাদ্য, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত একটি জীবন-সমর্থনকারী ব্যবস্থারূপে বিবেচনার আহবান জানানো হয়েছে।

Action Theme সংযোগ

World Ocean Day.org-এর ২০২৬ Action Theme হলো "Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet", যা ৩০×৩০ লক্ষ্যমাত্রা, High Sea, BBNJ বাস্তবায়ন এবং কার্যকর Marine Protected Area (MPA) ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে MPA, OECM, উপকূলীয় প্রতিবেশব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এই থিমের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ ও এর প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য, নৌ-বাণিজ্য, পর্যটন, জ্বালানি, গবেষণা এবং জলবায়ু সহনশীলতার সঙ্গে সমুদ্র প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।
- জলবায়ু পরিবর্তন, সামুদ্রিক দূষণ, অতি আহরণ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস বড় চ্যালেঞ্জ।
- তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ, গবেষণা সক্ষমতা এবং অংশীজনভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা জরুরি।
- MPA, OECM এবং নার্সারি গ্রাউন্ড সংরক্ষণ এবং IUU fishing নিয়ন্ত্রণ টেকসই ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

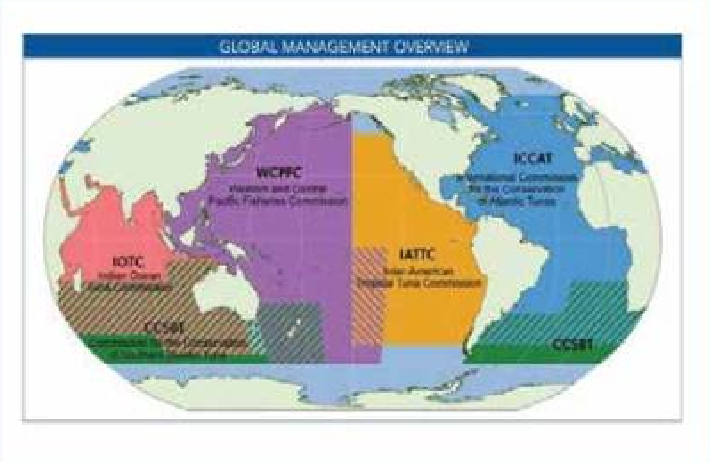

Figure: Global Management overview

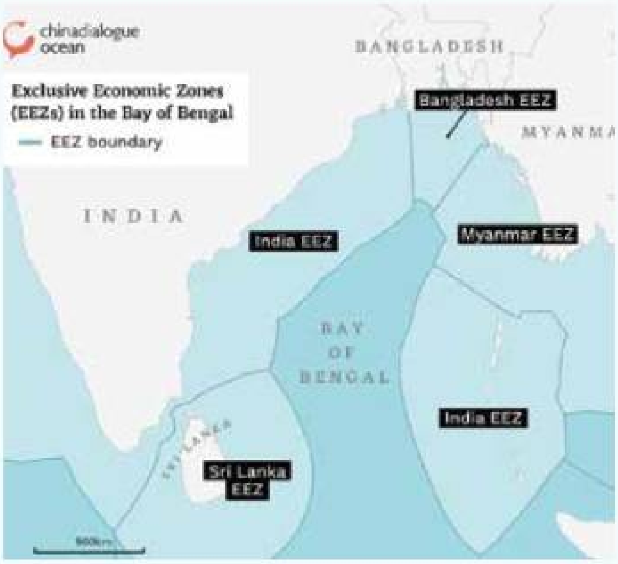

Figure: Exclusive Economic Zones (EEZs) in the Bay of Bengal showing Bangladesh, India, Myanmar and Sri Lanka EEZ boundaries.

Source: **China Dialogue Ocean / Dialogue Earth, 2020; reproduced from Mohammad Arju, *Lines on water cannot save Bay of Bengal fisheries*, 15 May 2020.**

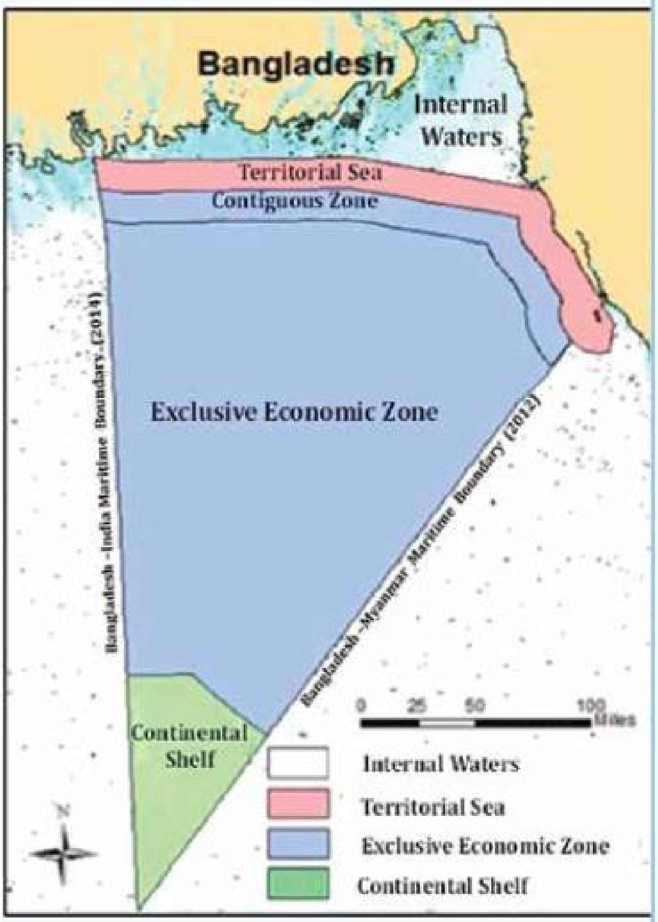

Figure: Maritime area of Bangladesh

Source: Hussain, M. G., Failler, P., Karim, A. A., & Alam, M. K. (2017).

অধ্যায় ৪

সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণ, সংরক্ষণ, গবেষণা সমন্বয়, অংশীজন সম্পৃক্ততা, তথ্য সংগ্রহ, জেলেদের সচেতনতা এবং সুসুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। World Ocean Day 2026 উদযাপন এই কার্যক্রমসমূহকে আরও সমন্বিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রস্তাবিত ফোকাস ক্ষেত্র

- বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গবেষণা সম্প্রসারণ
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্টক অ্যাসেসমেন্ট
- MPA এবং OECM ঘোষণা, বাস্তবায়ন ও কার্যকর মনিটরিং
- জলবায়ু পরিবর্তন ও সামুদ্রিক দূষণ মোকাবিলা
- বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও মৎস্যজীবী সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার
- নতুন গবেষক ও শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ/ফিল্ড লার্নিং সম্প্রসারণ

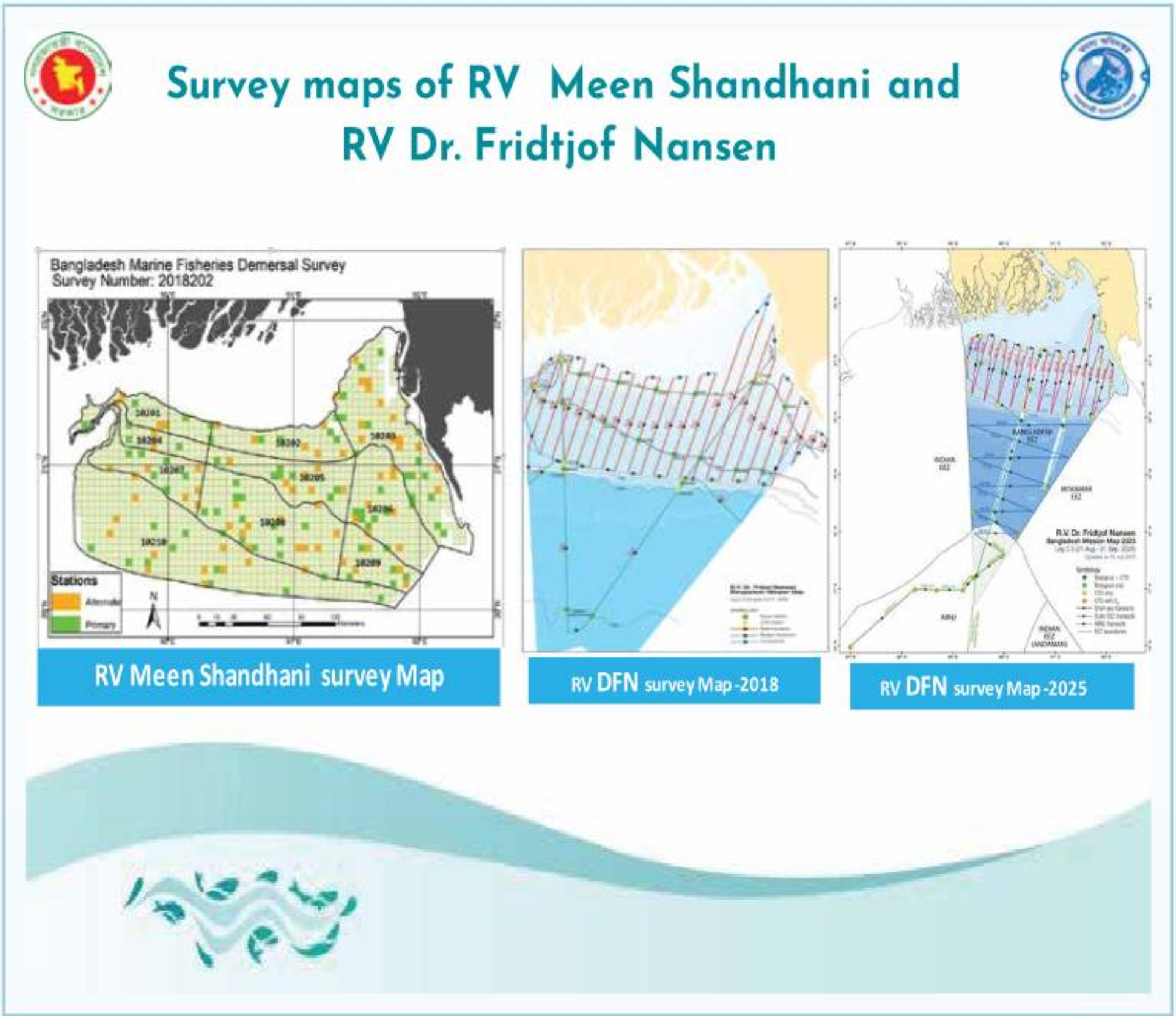

অধ্যায় ৫

অনুষ্ঠান এক নজরে

বিষয়	বিবরণ
অনুষ্ঠানের নাম	World Ocean Day-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে কর্মশালা
আয়োজক	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
সহযোগিতায়	FISHNET Project
তারিখ	৮ জুন ২০২৬
স্থান	মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
সভাপতি	ড. মোঃ খালেদ কনক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মুল ফোকাস	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, সুসুনীল অর্থনীতি, গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ৬

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিধিবৃন্দ

কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক, উপপরিচালক ও সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দসহ দেশের মৎস্য ও সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা, শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং মৎস্য আহরণকারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Oceanography
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Marine Fisheries Science
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Marine Sciences and Fisheries
- বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির Department of Marine Fisheries and Aquaculture
- নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Fisheries and Marine Science
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী ট্রলার ও আর্টিস্যানাল নৌযান সংস্থা
- Action Against Hunger Bangladesh
- BOBP-IGO
- Center for Natural Resource Studies (CNRS)
- FISHNET Project
- IUCN Bangladesh
- Project Coordinator/JICA Expert (FiLEP Project)
- Uttaran
- WorldFish Bangladesh

কারিগরি উপস্থাপনা

<table>
<tr><th>কারিগরি উপস্থাপনা</th><th>বিষয়</th><th>উপস্থাপক</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>
</td><td>ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী
উপপরিচালক, ব্লু-ইকোনমি উইং,
মৎস্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>
</td><td>ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল্ মামুন
সহকারী পরিচালক (মেরিন) &
ফোকাল পার্সন (EA-BBNJ Project)
মৎস্য অধিদপ্তর।</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>
</td><td>জনাব আরিফুজ্জামান
টেকনিক্যাল ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ফিশারিজ একশান এগেইনেষ্ট হাংগার
বাংলাদেশ, ফিশনেট প্রজেক্ট প্রতিনিধি।</td></tr>
</table>

অধ্যায় ৭

উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব: মতামত ও সুপারিশ

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের সামুদ্রিক গবেষণার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গভীর সমুদ্র মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সুনীল অর্থনীতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

ক্রম	মতামত/সুপারিশ প্রদানকারী (নাম, পদবী এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠা)	প্রদেয় মতামত/সুপারিশ
১	জনাব মোস্তফা আল রাজীব সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	প্লাস্টিক দূষণের কারণে সামুদ্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। একইসাথে, অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অনুল্লিখিত (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে নজরদারি ও আইন প্রয়োগ কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন।
২	জনাব মাসুদ সিদ্দিকী (CNRS, FISHNET Project Representative) Led by: Uttaran)	FishNet হতে সাতটি ECS (Ecologically Critical Site) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে একটি পত্র জারির অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) বিষয়ক মৎস্য অধিদপ্তরের কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ রয়েছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান।
৩	জনাব মামুনুর রশিদ উপ-পরিচালক (বাজেট) মৎস্য অধিদপ্তর	বৈশ্বিক লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ এর মধ্যে ৩০% Inland এবং ৩০% সামুদ্রিক এলাকা সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ABNJ-তে Marine Protected Area (MPA) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তিনি সলিমপুর, কুয়াকাটা MPA-কে World Database on Protected Areas (WDPA)-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান।
৪	জনাব শওকত কবির, সিনিয়র সহকারী পরিচালক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	২১ নভেম্বর World Fisheries Day যথাযথভাবে পালন করা উচিত। তিনি ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) এলাকায় মৎস্য আহরণের সম্ভাবনা ও উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা এবং সেগুলোর ইংরেজি সংস্করণ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া সামুদ্রিক খাতের ক্রমবর্ধমান কার্যপরিধি বিবেচনায় নিয়ে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি দক্ষ জনবল পুল গঠনের প্রস্তাব দেন।
৫	Dr. K M Azam Chowdhury Ex Chairmen-Department of Oceanography & Director, International Center for Ocean Governance (ICOG), University of Dhaka	Marine Spatial Planning (MSP) কার্যক্রমের জন্য একটি সমন্বিত ও বিস্তৃত ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এছাড়া ঘোষিত Marine Protected Area (MPA) সমূহকে কার্যকর করতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুততর করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
৬	জনাব সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম উপপরিচালক, রেসিডিউ মনিটরিং এন্ড এলার্ট রেসপন্স, মৎস্য অধিদপ্তর	OECM (Other Effective Area-based Conservation Measures) ধারণার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে inland মৎস্য এলাকায় OECM বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও কৌশল বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ পর্যালোচনা করে উপযুক্ত এলাকায় OECM প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

৭	প্রফেসর ড. মোঃ জসিম উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, Department of Marine Fisheries Science, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সামুদ্রিক ও মৎস্য খাতের জন্য দক্ষ জনবল উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি গবেষণা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে উপকূলীয় অঞ্চলে একটি জরিপ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, যেখানে সারাদেশ থেকে আগত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা দীর্ঘমেয়াদে অবস্থান করে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এছাড়া মৎস্য খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ঝুঁকি হ্রাস ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বীমা সুবিধা চালুর বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।
৮	ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন National Expert-EAFM, BOBP-IGO	ABNJ (Areas Beyond National Jurisdiction) এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হালনাগাদ নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০২৬ সালের নভেম্বরের পর মৎস্য আহরণে ভর্তুকি (Subsidy) প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা কার্যকর হতে পারে; এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, ব্যবস্থা গ্রহণ ও করনীয় নির্ধারন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং মজুদ (Stock) সংরক্ষণের লক্ষ্যে Total Allowable Catch (TAC) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
৯	Dr. Maria Zaman বিভাগীয় প্রধান, Department of Marine Fisheries & Aquaculture, Bangladesh Maritime University	সামুদ্রিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে মৎস্যসম্পদ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট জরিপে মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির গবেষকদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এতে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।
১০	জনাব সাইদুর রহমান চৌধুরী অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অফ মেরিন সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	মৎস্য অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত মহাপরিচালককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি এবং মৎস্য অধিদপ্তরকে যে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের পর্যায়ে দেখতে চাই, নতুন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ আরও সুগম ও বেগবান হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, প্রতিবছর World Ocean Day একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদযাপিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য-'সমুদ্রকে কেবল সম্পদের ভান্ডার হিসেবে না দেখে, তার সঙ্গে মানুষের গভীর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা'-যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ বছরই প্রথমবারের মতো মৎস্য অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব সমুদ্র দিবস উদযাপন করছে, যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, ভবিষ্যতেও এ আয়োজন অব্যাহত থাকবে এবং এর মাধ্যমে সমুদ্র সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন । তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তরের চেয়ে উপযুক্ত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর নেই, যা মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের একটি অর্থবহ, দায়িত্বশীল ও টেকসই সম্পর্ক গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল। দিবসের অঙ্গীকার ধারণ করে এর সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবহার, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং নীল অর্থনীতির বিকাশে মৎস্য অধিদপ্তরকে আরও অগ্রণী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করার আহবান জানান।

১১	Dr. Abu Hena Muhammad Yousuf, Chairmen, Department of Oceanography, University of Dhaka	তিনি উল্লেখ করেন, সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণসংক্রান্ত যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত অপরিহার্য। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, পায়রা বন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে বলেশ্বর নদী ও সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মাছের নার্সারি গ্রাউন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে আগাম পরিবেশগত মূল্যায়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, MPA কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; বরং সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয়, তথ্য বিনিময় এবং নিয়মিত আলোচনা জোরদার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, মৎস্যসম্পদ, অভিবাসী প্রজাতি এবং সীমান্তবর্তী সামুদ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থার সুরক্ষায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। ড. এ. এইচ. এম. ইউসুফের মতামতের প্রেক্ষিতে ড. মোঃ খালেদ কনক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন যে, বিষয়টি মূলত নীতিনির্ধারণী বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগ, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, তথ্য বিনিময় এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, আইন, বিধি-বিধান ও জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে কীভাবে দেশের সামুদ্রিক সম্পদকে আরও সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং এ খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়-সে বিষয়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিশেষ করে গবেষণা, উদ্ভাবন, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিগত সহায়তার ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যন্ত মূল্যবান। মহাপরিচালক আরও উল্লেখ করেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া, গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। একই সঙ্গে এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ দেশের ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
১২	Manami Asakura Project Coordinator, FiLEP Project, JICA	The JICA FiLEP Project is implementing a wide range of activities in the coastal areas of Cox's Bazar to protect marine resources, improve livelihoods, enhance nutrition, and promote gender equality. To protect our oceans, marine resources, and the coastal environment, the project also carries out direct conservation activities such as the Blue Guard initiative. Blue Guard members regularly collect plastic waste and abandoned illegal fishing nets from the beaches. These wastes pose a serious threat to the marine ecosystem. To address this issue, it is essential to raise awareness among local communities about marine pollution and environmental conservation. Although the FiLEP Project will be completed in about one year, we hope that these community-led initiatives will continue and contribute to protecting our oceans for future generations.
১৩	জনাব মোঃ সামছু উদ্দিন সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি বলেন, World Ocean Day-এর বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ, বিশেষ করে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি উল্লেখ করেন, মাইক্রোপ্লাস্টিকের সঙ্গে বহু ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান ও প্রভাব জড়িত রয়েছে। একটি প্লাস্টিক বোতল প্রাকৃতিকভাবে ভেঙে যেতে ন্যূনতম প্রায় ৪৫০ বছর সময় লাগতে পারে। প্রতি বছর প্রায় ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি প্লাস্টিক বিভিন্নভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ৮০০-এর অধিক মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রজাতি তাদের শরীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করছে।

		তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক additives ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে plasticizer অন্যতম; এসব উপাদানের কিছু কিছু মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি ক্যান্সার-সৃষ্টিকারী হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে World Ocean Day উদযাপন শুরু হওয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এর মাধ্যমে সুফলভোগী, জেলে, উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, মৎস্য অধিদপ্তরের উপকূলীয় এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণে প্লাস্টিক দূষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক একটি নির্দিষ্ট অংশ রাখা যেতে পারে। বিশেষ করে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, পরিত্যক্ত জাল ও জালের ছেঁড়া অংশ কীভাবে সামুদ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থার ক্ষতি করে এবং কীভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করা যায়-সে বিষয়ে মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তিনি মৎস্য ভবনকে পর্যায়ক্রমে Single-use Plastic Pollution Free ভবন হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ খালেদ কনক বলেন, মৎস্য ভবনকে প্লাস্টিক দূষণমুক্ত করার প্রস্তাবটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও সময়োপযোগী। ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।
১৪	ড. হাফিজুর রহমান, সরকারি পরিচালক, লিগ্যাল এন্ড সার্ভিস ম্যাটার শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর	বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি বলেন যে, বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিদ্যমান মৎস্যভান্ডার সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও উল্লেখ করেন, অতিরিক্ত আহরণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ ভবিষ্যতে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে যেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে তিনি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রয়োগ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, মাছ ধরার নিয়ম-কানুন, নিষিদ্ধ মৌসুম, সংরক্ষিত এলাকা, অনুমোদিত জাল ও নৌযান ব্যবস্থাপনা এবং অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অনিবন্ধিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে কার্যকর মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভেইল্যান্স ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সামুদ্রিক মাছের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে Mariculture এর দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে একদিকে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ওপর আহরণচাপ কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাও আরও সম্প্রসারিত হবে।
১৫	জনাব, এস. এম. খালেকুজ্জামান উপপরিচালক, মৎস্যচাষ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি উল্লেখ করেন, মাতামুহরী ও সাঙ্গু নদী হতে আগত দূষণ সমুদ্রের নির্দিষ্ট অঞ্চলে গিয়ে জমা হওয়ার প্রবণতা রয়েছে; যাতে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে-এ বিষয়ে এখন থেকেই গুরুত্বসহকারে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, মাতারবাড়ি ও ধলঘাটা এলাকায় গভীর সমুদ্রবন্দরসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে শব্দদূষণ, তেলদূষণ এবং অন্যান্য মানবসৃষ্ট দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দূষণের কারণে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, নার্সারি গ্রাউন্ড এবং সংবেদনশীল উপকূলীয় প্রতিবেশব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জেলিফিশের আধিক্য বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক কচ্ছপের মৃত্যুর ঘটনাও উদ্বেগজনক। মৃত কচ্ছপের মুখ ও পাকস্থলীতে অনেক সময় পলিথিনসহ বিভিন্ন প্লাস্টিক বর্জ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা সামুদ্রিক দূষণের ভয়াবহতা নির্দেশ করে। তিনি সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নদীবাহিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্দর ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
১৬	জনাব বরুন চন্দ্র বিশ্বাস উপপরিচালক, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর	দেশের সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর সঠিক ও টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আরও সচেতন ও অবহিত করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ৭টি MPA ঘোষণা করা হয়েছে; তবে এসব MPA-কে কীভাবে কার্যকর

		ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়, সে বিষয়ে এখন থেকেই সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। তিনি আরও বলেন, MPA ঘোষণার পাশাপাশি Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) ঘোষণার বিষয়েও মৎস্য অধিদপ্তরের চিন্তাভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যমান মৎস্য অভয়াশ্রমগুলোকে কীভাবে OECM-এর আওতায় আনা যায়, সে বিষয়ে নীতিগত, কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনদের সহযোগিতায় একটি বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
১৭	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী উপপরিচালক, ব্লু-ইকোনমি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর	মহাপরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, OECM ঘোষণার বিষয়টি ইতোমধ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে aquatic OECM ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুস্পষ্ট গাইডলাইন বা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, FISHNET Project এবং IUCN Bangladesh-কে এ বিষয়ে কারিগরি সহায়তার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে, যাতে aquatic OECM ঘোষণার প্রক্রিয়া, মানদণ্ড, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা যায়। মহাপরিচালক মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় FISHNET Project-এর প্রতিনিধি প্রস্তাবটি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং aquatic OECM বিষয়ে নির্দেশিকা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।
১৮	জনাব ফিরোজ আহাম্মেদ উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি উল্লেখ করেন, overfishing এবং IUU fishing-সহ বিভিন্ন মানবসৃষ্ট ও পরিবেশগত কারণে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণে সরকার নতুন নতুন MPA ঘোষণা করছে, বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করছে এবং একই সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহও নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করছে। তবে এসব উদ্যোগ যদি সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল সমুদ্র নিশ্চিত করা সম্ভব। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং World Ocean Day উপলক্ষে সমুদ্রের সুস্বাস্থ্য ও সামুদ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থার টেকসই সংরক্ষণ কামনা করেন।
১৯	জনাব সামিউল ইসলাম WorldFish Bangladesh-এর প্রতিনিধি	তিনি বলেন যে, WorldFish এবং WCS-এর সহযোগিতায় Healthy Ocean নামে একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে কুয়াকাটা, চর কুকরি-মুকরি এবং মনপুরা এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় হচ্ছে এবং মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থা সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী এবং গবেষণা সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সহযোগিতা ভবিষ্যতে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।
২০	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন WorldFish Bangladesh-এর প্রতিনিধি	তিনি উল্লেখ করেন, World Ocean Day উপলক্ষে সমুদ্র দূষণ বা Ocean Pollution বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তবে একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমুদ্রের উল্লেখযোগ্য অংশের দূষণ স্থলভাগ থেকে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, বৈশ্বিকভাবে সমুদ্র দূষণের প্রায় ৮০ শতাংশ স্থলভাগ থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচিত হয়। তাই সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্থলভাগের বর্জ্য, প্লাস্টিক দূষণ, নদীবাহিত দূষণ এবং উপকূলীয় এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি স্থলভাগ ও

		সমুদ্রভিত্তিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত সচেতনতা কার্যক্রম, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
২১	জনাব শেখ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ চিশতী, প্রতিনিধি, International Union for Conservation of Nature (IUCN)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৭টি MPA ঘোষণা করেছে, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ঘোষিত MPA-গুলোকে কার্যকর ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ম্যানেজমেন্ট কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, IUCN বিশ্বব্যাপী MPA ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকর টুল ও মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে IUCN Green List একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, যার মাধ্যমে সংরক্ষিত এলাকার কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সংরক্ষণ ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা মূল্যায়ন করা যায়। বাংলাদেশের ঘোষিত MPA-গুলোকে পর্যায়ক্রমে কার্যকর ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে এ ধরনের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও টুল ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে IUCN, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে MPA ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে World Ocean Day উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বাংলাদেশ টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আরও অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে।
২২	ড. মো. আব্দুল ওয়াহাব Professor, Department of Marine Fisheries & Aquaculture & Academic Advisor, Bangladesh Maritime University	তিনি বক্তব্যের শুরুতে মৎস্য অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ খালেদ কনককে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তিনি বলেন, মহাপরিচালক মহোদয় দায়িত্ব গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই World Ocean Day উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক বার্তা প্রদান করেছেন। এ উদ্যোগের ফলে ভবিষ্যতে মৎস্য খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবসও যথাযথভাবে পালন করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দিবসটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণে আয়োজন করায় তিনি মহাপরিচালক মহোদয়কে পুনরায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, World Ocean Day উদযাপনের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর, কারণ বর্তমান পৃথিবী নানামুখী পরিবেশগত ও জলবায়ুগত হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৭০ শতাংশ সাগর ও মহাসাগর দ্বারা আচ্ছাদিত। ভবিষ্যতে মানবজাতির খাদ্য, জীবিকা, বাণিজ্য, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের অনেকটাই সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল হবে। সমুদ্র পৃথিবীর অক্সিজেন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, মাছসহ বিভিন্ন খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হওয়ায় সমুদ্র শুধু পরিবেশগত দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমুদ্রকে ভালোবাসা, সুস্থ ও নিরাপদ রাখা এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অনেক সফল ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিই মৎস্য খামারির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেশের তরুণ গ্র্যাজুয়েটরা যদি শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে, তাহলে মৎস্য খাত আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে। তিনি মৎস্য খাতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ১৯৮০-এর দশকেও সরকার এ খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেছিল। সে সময় মৎস্য খাতের উন্নয়নে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, দেশের উন্নয়ন, রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় মৎস্য খাতের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্ত দেশের গবেষক, শিক্ষাবিদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে তিনি মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক মহোদয় এবং মৎস্য খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করেন এবং দেশের মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নতি, সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ সমুদ্র নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

২৩	জনাব প্রীতি কণা পাল পরিচালক (বাজেট ও অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৮ সালে জাতিসংঘের স্বীকৃতির পর থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটির গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটি উদযাপন করা সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই সুনীল অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তিনি বলেন, মহাসাগর আমাদের পরিবেশ, অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মহাসাগর সুরক্ষা এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর, বাস্তবসম্মত ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সমুদ্রের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়; বরং এটি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্মিলিত দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, যেহেতু মহাসাগর সংরক্ষণ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন, সেহেতু মহাসাগরের সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে একত্রে কাজ করতে হবে। সমন্বিত উদ্যোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মহাসাগর সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।
২৪	জনাব এস. এম. রেজাউল করিম পরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের উপস্থিতি সম্পর্কে ইতোমধ্যে জানা যায়। ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপে আরও প্রায় ৬০টি নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানা যায়, যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এছাড়াও ৫টি সম্ভাব্য নতুন প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে, যেগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর বিশ্বে প্রথমবারের মতো নতুন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এসব নতুনভাবে শনাক্ত প্রজাতির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, taxonomic verification এবং বৈজ্ঞানিক যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর সেগুলো জাতীয় তথ্যভান্ডার -এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যা ভবিষ্যৎ গবেষণা, নীতিনির্ধারণ এবং মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-এর সদস্য এবং এ সদস্যপদের জন্য প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদান করছে। এর বিনিময়ে বাংলাদেশ কী ধরনের কারিগরি, প্রাতিষ্ঠানিক, গবেষণা বা সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সুবিধা পাচ্ছে, তা মূল্যায়ন করা জরুরি। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক গবেষণায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় টুনা মাছের লার্ভা এবং টুনা মাছের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা দেশের সমুদ্রসীমায় টুনা সম্পদের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, উপযুক্ত জাহাজ, দক্ষ জনবল এবং বিনিয়োগের ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ এখনো এ সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করতে পারছে না। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা এবং গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টুনা ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ, সরকারি সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সমন্বিতভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার কিছু কিছু এলাকায় গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । এর ফলে ভবিষ্যতে মৎস্য আহরণ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, নৌচলাচল এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জরিপ, নিয়মিত bathymetric monitoring এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি বলেন, আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, জীববৈচিত্র্য, দূষণ, MPA ব্যবস্থাপনা, টেকসই আহরণ এবং ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আলোচনায় চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধানে মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি অংশীজনের সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।
২৫	জনাব মোঃ সাহেদ আলী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ, মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি উল্লেখ করেন যে, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের ওপর গবেষণার জন্য বর্তমানে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তবে বিভিন্ন বাস্তব ও কারিগরি কারণে এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি থেকে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির মেয়াদ

		আরও দেড় বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বর্ধিত সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছের মজুদ, বিস্তৃতি এবং সম্ভাব্য আহরণক্ষেত্র সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মৎস্য অধিদপ্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো EA-BBNJ Project, যার ফোকাল পার্সন হিসেবে ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গভীর সমুদ্র মৎস্যসম্পদ গবেষণা, তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই আহরণ এবং ব্লু-ইকোনমি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
২৬	ড. মোঃ মোতালেব হোসেন পরিচালক, অভ্যন্তরীণ মৎস্য, মৎস্য অধিদপ্তর	তিনি বলেন, World Ocean Day উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বক্তা, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী মতামত প্রদান করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আলোচনায় উত্থাপিত সকল সুপারিশ, পর্যবেক্ষণ ও মতামত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এসব মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, নীতিনির্ধারণ, প্রকল্প গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা একটি বহুমাত্রিক বিষয়; এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও অনুসরণ করা গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাত আরও সুসংগঠিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
২৭	জনাব মোঃ সাজদার রহমান পরিচালক, ব্লু ইকোনমি, মৎস্য অধিদপ্তর	World Ocean Day উপলক্ষে এত সুন্দর, সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তা, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনগণ সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, গবেষণা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, MPA, OECM, ব্লু-ইকোনমি এবং টেকসই মৎস্য আহরণ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। এসব মতামত ও সুপারিশ মৎস্য অধিদপ্তর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের সমুদ্রকে কীভাবে আরও সুস্থ, নিরাপদ, উৎপাদনশীল ও টেকসই রাখা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে Marine Spatial Planning (MSP) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যা সমুদ্রভিত্তিক কার্যক্রমসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৪ টি লংলাইনার, ৮ টি পার্স সেইনার মৎস্যজাহাজ ও ৪ টি সাপোর্ট ভেসেল এর লাইসেন্স অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, বেসরকারি খাতের যেসব প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের অনুমতি পেয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই এখনো কার্যক্রম শুরু করেননি। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সক্রিয় করা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সামুদ্রিক খাতে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে গবেষণা, উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনাভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিকল্প নেই। যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনাকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। পরিশেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ খাতে পরিণত করা সম্ভব হবে।

সুপারিশ টেবিল

সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এর আলোকে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ (Key Recommendations)

১	**সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ:**	প্লাস্টিক দূষণ, মাইক্রোপ্লাস্টিক, পরিত্যক্ত জাল, নদীবাহিত বর্জ্য, তেলদূষণ, শব্দদূষণ এবং বন্দর/উন্নয়ন কার্যক্রমজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২	**IUU Fishing ও Overfishing নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগ জোরদার:**	অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অনুল্লিখিত মৎস্য আহরণ রোধে নজরদারি, Marine Fisheries Law Enforcement, MCS কার্যক্রম এবং মাঠপর্যায়ের মনিটরিং ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
৩	**ঘোষিত MPA-সমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ:**	বাংলাদেশে ঘোষিত Marine Protected Area (MPA)-সমূহকে শুধু ঘোষণার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কাঠামো, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত মূল্যায়নের আওতায় আনা প্রয়োজন।
৪	**MPA ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও IUCN Green List বিবেচনা:**	ঘোষিত MPA-সমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সংরক্ষণ ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা মূল্যায়নের জন্য IUCN Green List-এর মতো আন্তর্জাতিক টুল ও মানদণ্ড বিবেচনা করা যেতে পারে।
৫	**OECM ঘোষণার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন:**	Aquatic OECM ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মানদণ্ড, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্বলিত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে FISHNET Project, IUCN Bangladesh ও GIZ-এর কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	**মৎস্য অভয়াশ্রম ও Inland জলাশয়কে OECM-এর আওতায় আনার উদ্যোগ:**	বিদ্যমান মৎস্য অভয়াশ্রম এবং Inland fisheries area-সমূহের মধ্যে উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করে Aquatic OECM হিসেবে ঘোষণার সম্ভাবনা ও কৌশল পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
৭	**FISHNET কর্তৃক চিহ্নিত ECS বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের সমন্বয়:**	FISHNET প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত ৭টি Ecologically Critical Site (ECS) বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় পত্র জারি করা যেতে পারে।
৮	**ABNJ বিষয়ে নীতিমালা, পরিকল্পনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:**	Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) এলাকায় মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও সম্ভাব্য MPA প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হালনাগাদ নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন প্রয়োজন।
৯	**Marine Spatial Planning (MSP)-এর জন্য সমন্বিত ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা:**	MSP কার্যক্রম কার্যকর করতে সামুদ্রিক সম্পদ, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মৎস্য আহরণ, দূষণ ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি সমন্বিত ও বিস্তৃত ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
১০	**সামুদ্রিক গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সম্পৃক্তকরণ:**	মৎস্যসম্পদ মূল্যায়ন, stock assessment, biodiversity survey এবং oceanographic research কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১১	**উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে সামুদ্রিক সার্ভে ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:**	সামুদ্রিক ও উপকূলীয় গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে উপকূলীয় অঞ্চলে একটি সার্ভে ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা দীর্ঘমেয়াদে কাজ করতে পারবেন।
১২	**নতুন সামুদ্রিক প্রজাতি জাতীয় তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্তকরণ:**	ড. ফ্রিডজফ ন্যানসেন গবেষণা জাহাজসহ বিভিন্ন জরিপে শনাক্ত নতুন সামুদ্রিক প্রজাতির taxonomic verification সম্পন্ন করে জাতীয় তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
১৩	**টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে গবেষণা, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি:**	বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় টুনা মাছের উপস্থিতি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় টুনা ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের পেলাজিক মাছ আহরণে গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল, উপযুক্ত জাহাজ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১৪	**গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণে বেসরকারি খাতকে সক্রিয়করণ:**	লংলাইনার ও পার্স সেইনার জাহাজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম শুরুতে উৎসাহিত করতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, কারিগরি সহায়তা, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
১৫	**TAC নির্ধারণ ও Stock সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ:**	মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য Total Allowable Catch (TAC) নির্ধারণ, stock assessment জোরদার এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক আহরণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
১৬	**মৎস্য ভর্তুকি চুক্তি (Fisheries Subsidies Agreement) বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার প্রস্তুতি:**	২০২৬ সালের নভেম্বরের পর মৎস্য ভর্তুকি বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা কার্যকর হতে পারে এ প্রেক্ষাপটে নীতিগত প্রস্তুতি, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
১৭	**মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জোরদার:**	সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগ, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি খাতের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
১৮	**উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও নার্সারি গ্রাউন্ড সংরক্ষণ:**	পায়রা বন্দর, মাতারবাড়ি, ধলঘাটা ও অন্যান্য উপকূলীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে মাছের নার্সারি গ্রাউন্ড, জীববৈচিত্র্য ও সংবেদনশীল প্রতিবেশব্যবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করে পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
১৯	**মৎস্য ভবনকে Single-use Plastic Pollution Free ঘোষণা করার উদ্যোগ:**	মৎস্য ভবনকে পর্যায়ক্রমে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দূষণমুক্ত ভবন হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
২০	**Transboundary সহযোগিতা জোরদার:**	MPA বাস্তবায়ন, প্রজাতি সংরক্ষণ, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময়, আলোচনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।
২১	**Mariculture সম্প্রসারণ:**	সামুদ্রিক মাছের ওপর আহরণচাপ কমাতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়নে mariculture বা সামুদ্রিক জলচাষের সম্ভাবনা বিবেচনা করে গবেষণা, পাইলট কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে mariculture policy প্রস্তুত করা যেতে পারে।
২২	**দক্ষ জনবল পুল গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:**	সামুদ্রিক খাতের ক্রমবর্ধমান কার্যপরিধি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, গবেষক ও কারিগরি জনবলকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে একটি দক্ষ জনবল পুল গঠন করা প্রয়োজন।

২৩	**মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সামাজিক সুরক্ষা ও বীমা সুবিধা:**	মৎস্য খাতের ঝুঁকিপূর্ণ পেশাজীবী, বিশেষ করে জেলে, উপকূলীয় মৎস্যজীবী ও অংশীজনদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস, দুর্ঘটনা সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বীমা সুবিধা চালুর বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
২৪	**স্থলভাগ থেকে সৃষ্ট সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ:**	সমুদ্র দূষণের বড় অংশ স্থলভাগ থেকে সৃষ্টি হয়-এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নগর বর্জ্য, প্লাস্টিক বর্জ্য, নদীবাহিত দূষণ এবং উপকূলীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২৫	**জেলিফিশ বৃদ্ধি, কচ্ছপ মৃত্যু ও প্লাস্টিক বর্জ্য বিষয়ে গবেষণা:**	জেলিফিশের আধিক্য বৃদ্ধি, কচ্ছপের মৃত্যু, মৃত কচ্ছপের দেহে পলিথিন/প্লাস্টিক পাওয়া এবং সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলে দূষণের প্রভাব নিয়ে নিয়মিত গবেষণা ও মনিটরিং প্রয়োজন।
২৬	**EA-BBNJ, Healthy Ocean ও অন্যান্য প্রকল্পের সমন্বিত বাস্তবায়ন**	EA-BBNJ Project, Healthy Ocean Project, FISHNET Project এবং অন্যান্য চলমান/প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।
২৭	**মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যভান্ডারের নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি**	মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্ত গবেষক, শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ায় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও প্রকাশ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য স্থায়ী জনবল প্রয়োজন।
২৮	**World Ocean Day, World Fisheries Day সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিবসসমূহ নিয়মিত উদযাপন:**	World Ocean Day-এর পাশাপাশি ২১ নভেম্বর World Fisheries Day সহ মৎস্যসম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিবসসমূহ যথাযথভাবে পালন করা এবং এসব দিবসকে জনসচেতনতা, গবেষণা-সংলাপ ও নীতিগত আলোচনার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
২৯	**আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ প্রকাশ ও ফলোআপ ব্যবস্থা:**	World Ocean Day-২০২৬ কর্মশালায় প্রাপ্ত সকল মতামত, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি ফলোআপ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
৩০	**সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহারে সমন্বিত জাতীয় কর্মপন্থা গ্রহণ:**	সামুদ্রিক গবেষণা, সংরক্ষণ, MPA ও OECM ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণ, ব্লু-ইকোনমি, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে একীভূত করে একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্য

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মোঃ খালেদ কনক, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বলেন যে, World Ocean Day উপলক্ষে আয়োজিত এই তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজক, সহযোগী প্রতিষ্ঠান, স্পন্সর, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান, যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়োজনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তা ও বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার, সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ, Marine Protected Area (MPA), Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM), ব্লু-ইকোনমি এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। শুধু মতামত প্রদানই নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁরা পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক ও ফলপ্রসূ করে তুলেছেন। তাঁদের উৎসাহ, আগ্রহ ও অংশগ্রহণ মৎস্য অধিদপ্তরকে ভবিষ্যতের জন্য নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

মহাপরিচালক বলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে উপস্থিত সকল অংশীজন সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ভালোবাসেন, মাছ ও মৎস্যসম্পদকে ভালোবাসেন এবং দেশের মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পেশাগত অঙ্গীকারই বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পথে এগিয়ে যেতে শক্তি জোগাবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে একটি সুস্থ, নিরাপদ, উৎপাদনশীল ও সমৃদ্ধ সমুদ্র গড়ে তোলা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে একযোগে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময়, গবেষণা, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রামের সমন্বয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান এবং তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণকে ভবিষ্যৎ সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অংশগ্রহণকারীদের অব্যাহত সহযোগিতা, পরামর্শ ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য খাত আরও সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও টেকসই হয়ে উঠবে। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে World Ocean Day-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মূল আহবান

সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও উৎপাদনশীল সামুদ্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনকে একযোগে কাজ করতে হবে।

ফটো গ্যালারি-১

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-১

One Ocean, One Climate, One Future-Together

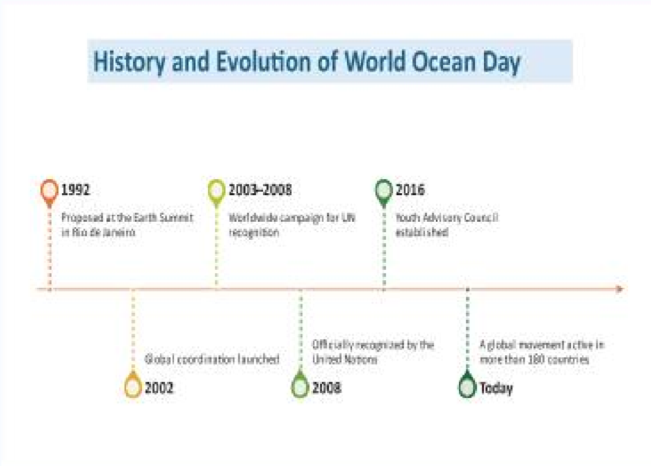

PPT Slides (1-6)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-১

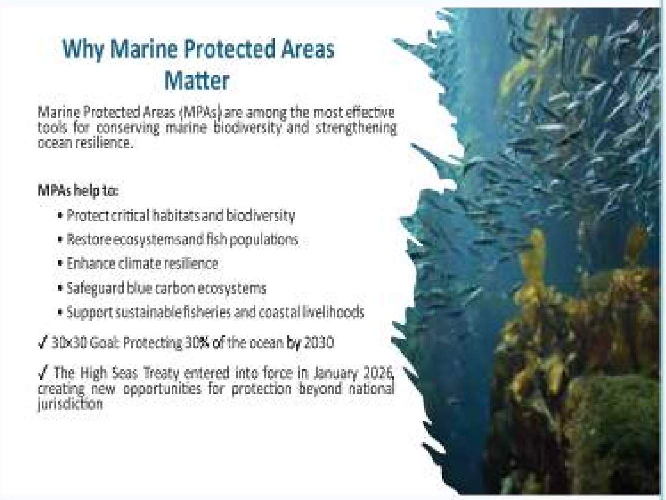

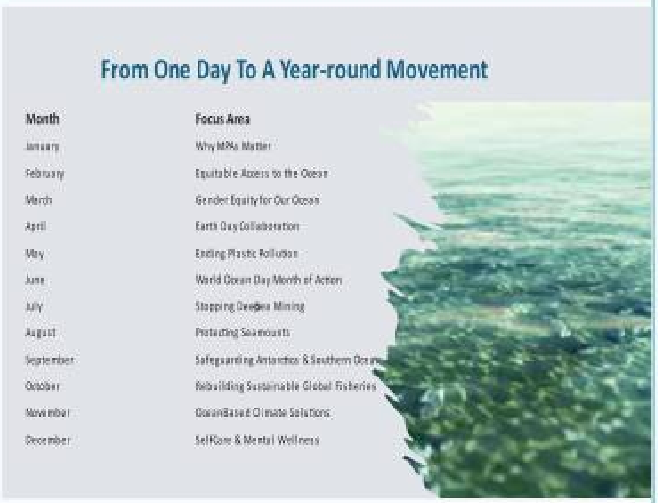

PPT Slides (7-12)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-১

PPT Slides (13-18)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

Marine Fisheries Development and Blue Economy Opportunities in Bangladesh

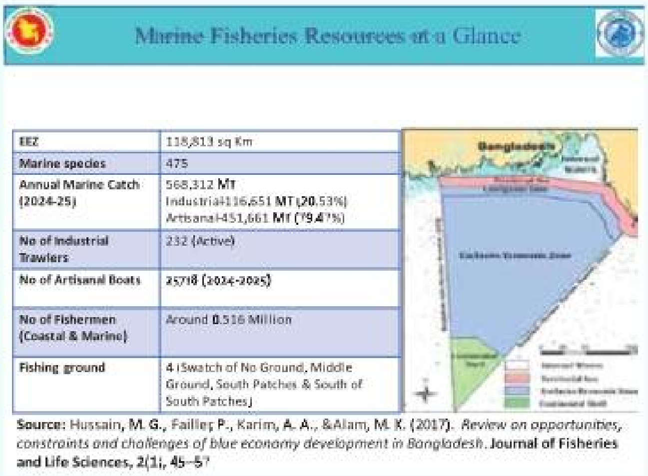

EEZ	118,813 sq Km
Marine species	475
Annual Marine Catch (2024-25)	568,312 MT Industrial-116,651 MT (20.53%) Artisanal-451,661 MT (79.47%)
No of Industrial Trawlers	232 (Active)
No of Artisanal Boats	25718 (2024-2025)
No of Fishermen (Coastal & Marine)	Around 0.516 Million
Fishing ground	4 (Swatch of No Ground, Middle Ground, South Patches & South of South Patches)

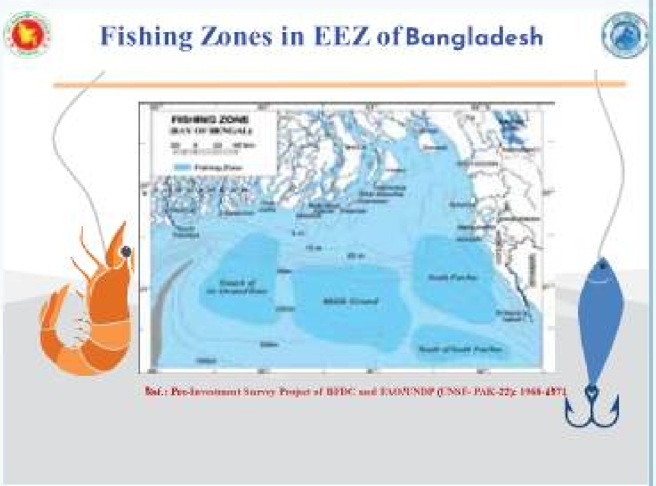

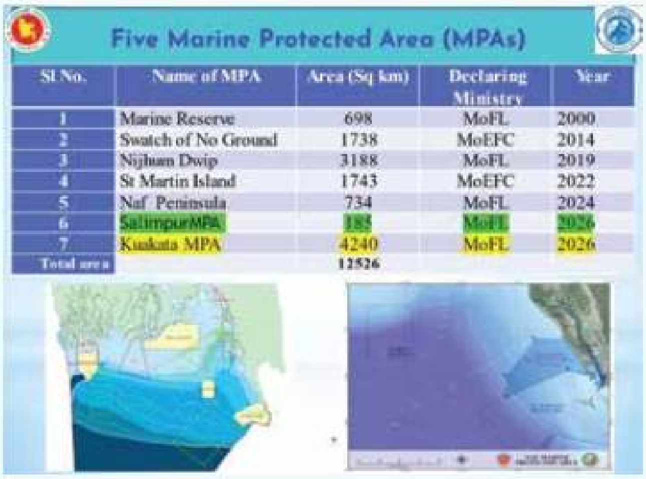

Sl No.	Name of MPA	Area (Sq km)	Declaring Ministry	Year
1	Marine Reserve	698	MoFL	2000
2	Swatch of No Ground	1738	MoEFC	2014
3	Nijhum Dwip	3188	MoFL	2019
4	St Martin Island	1743	MoEFC	2022
5	Naf Peninsula	734	MoFL	2024
6	SalimpurMPA	185	MoFL	2026
7	Kuakata MPA	4240	MoFL	2026
Total area		12526		

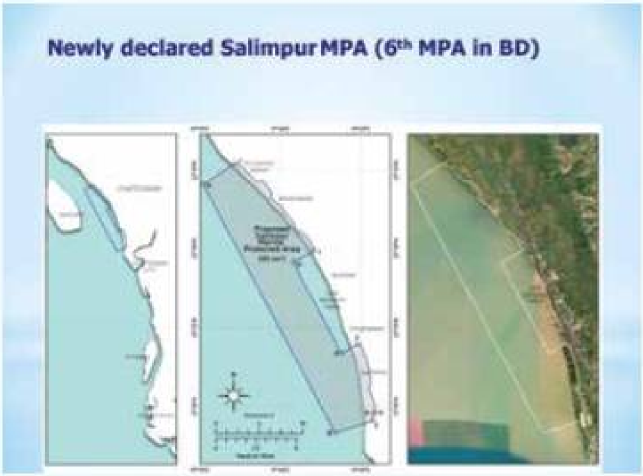

PPT Slides (1-6)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

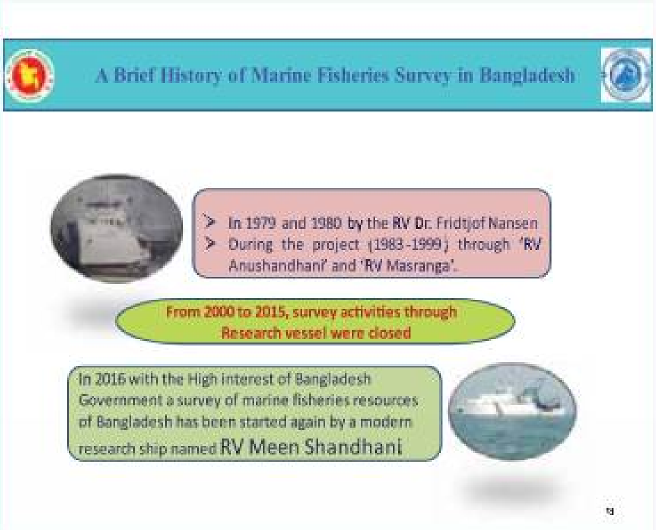

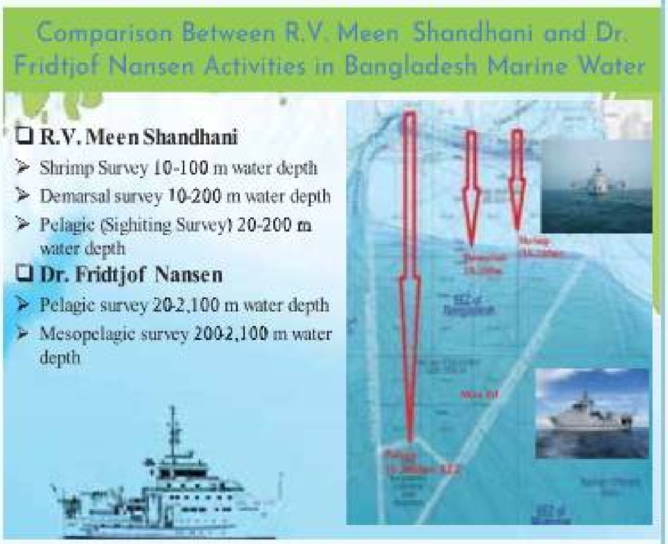

PPT Slides (7-12)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

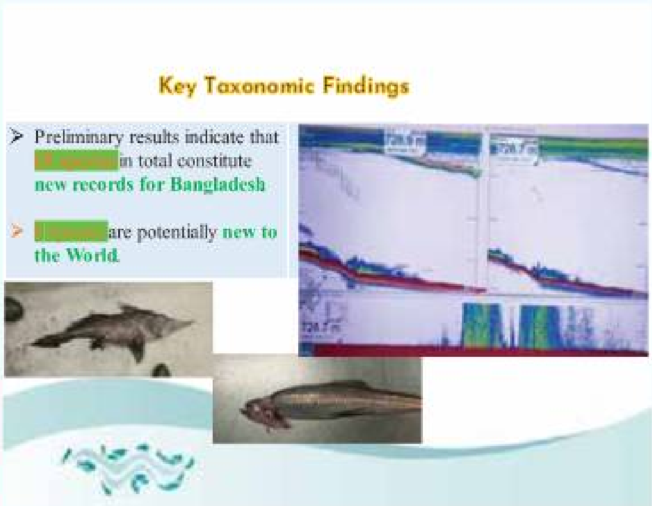

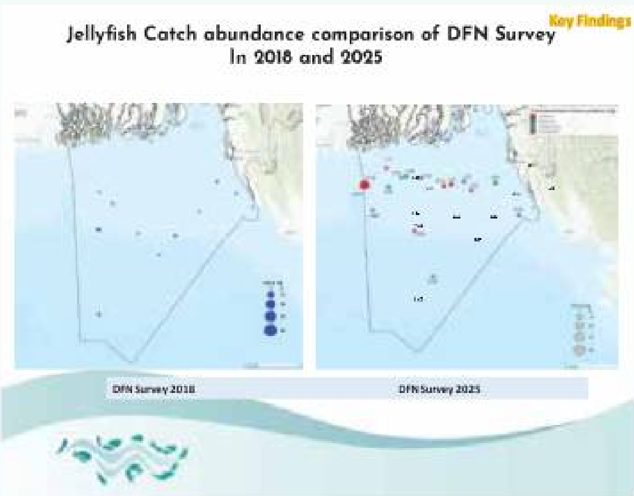

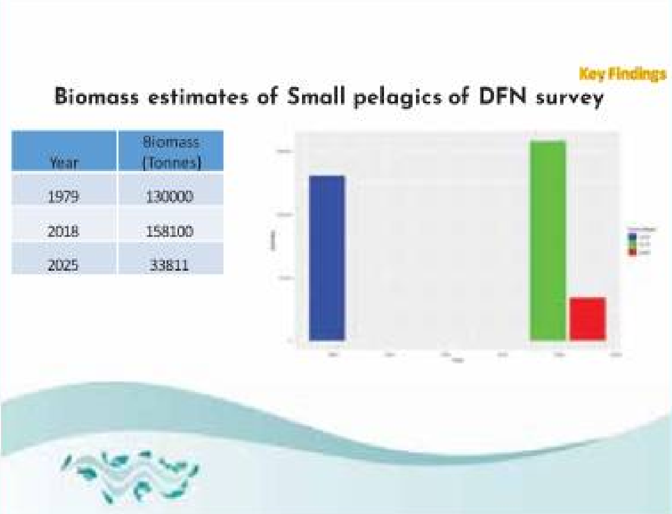

Year	Biomass (Tonnes)
1979	130000
2018	158100
2025	33811

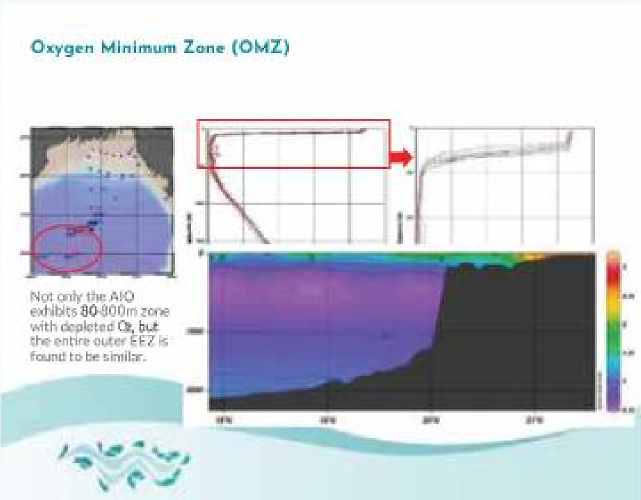

PPT Slides (13-18)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

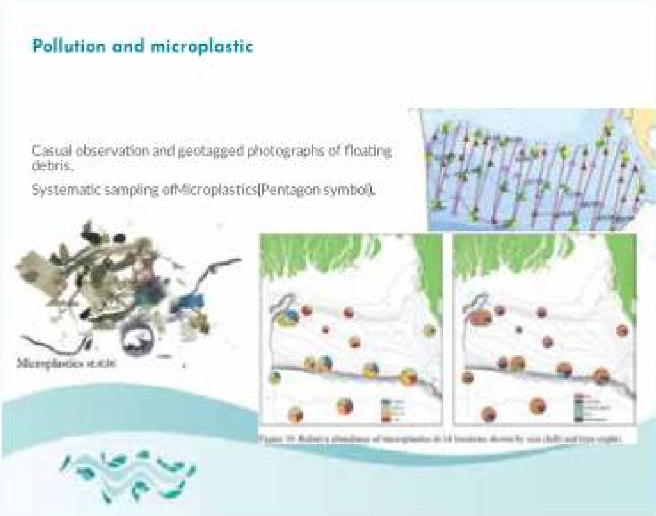

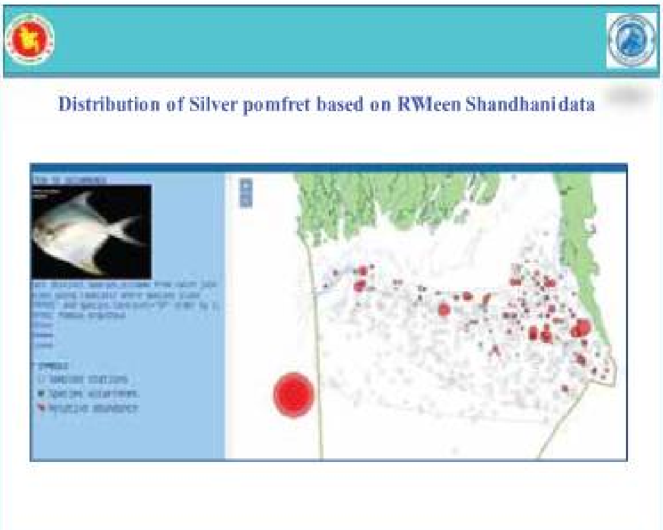

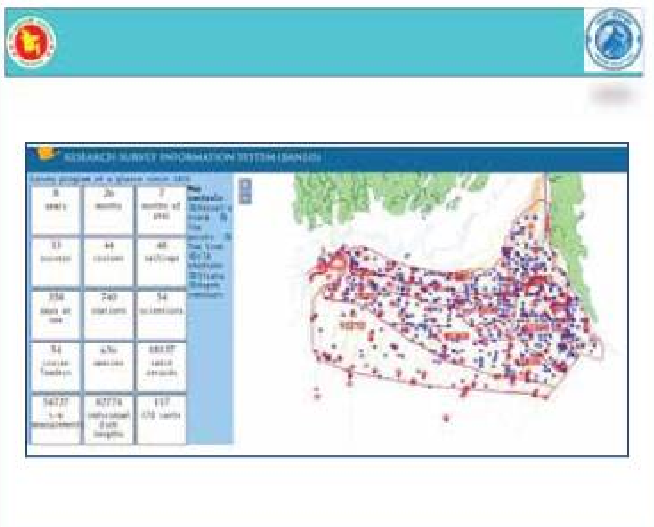

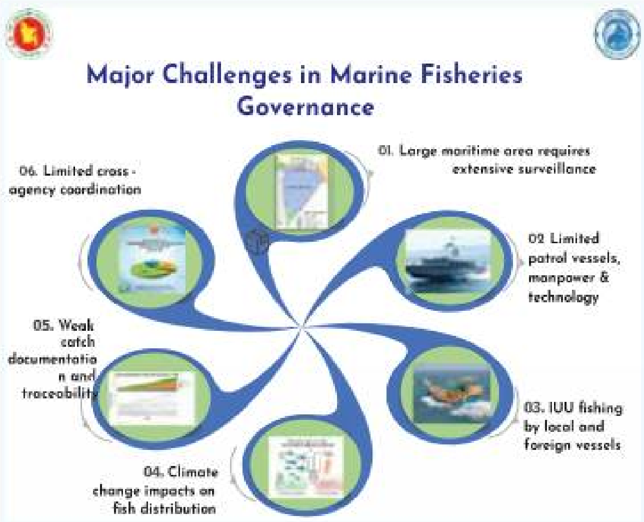

PPT Slides (19-24)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

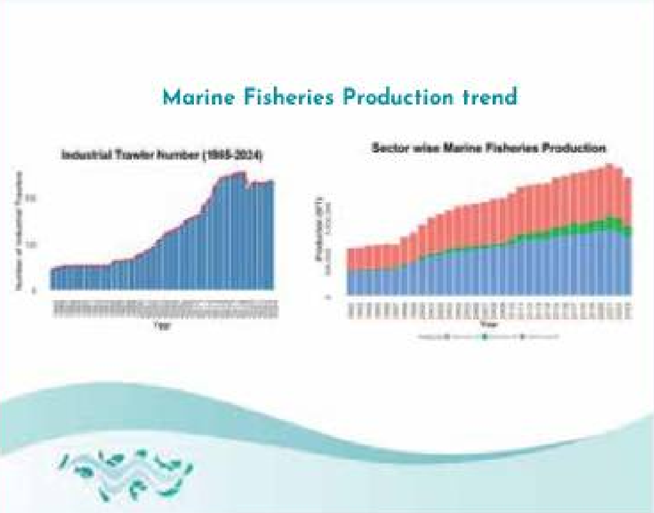

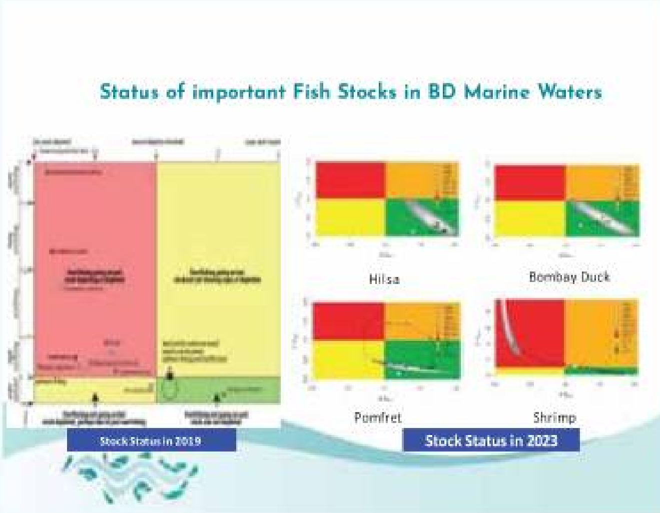

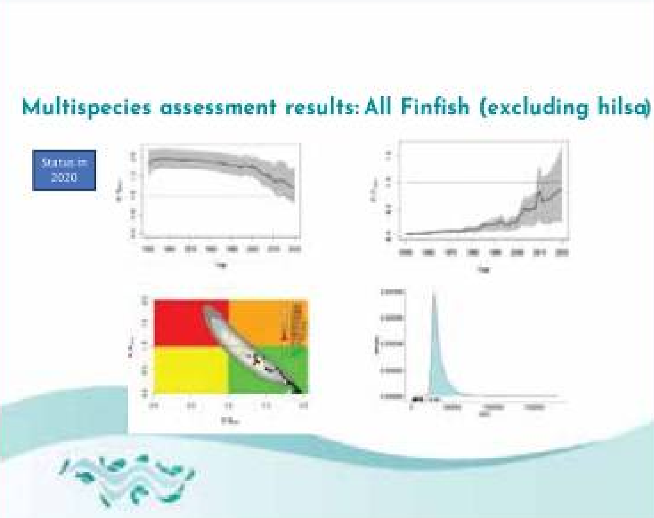

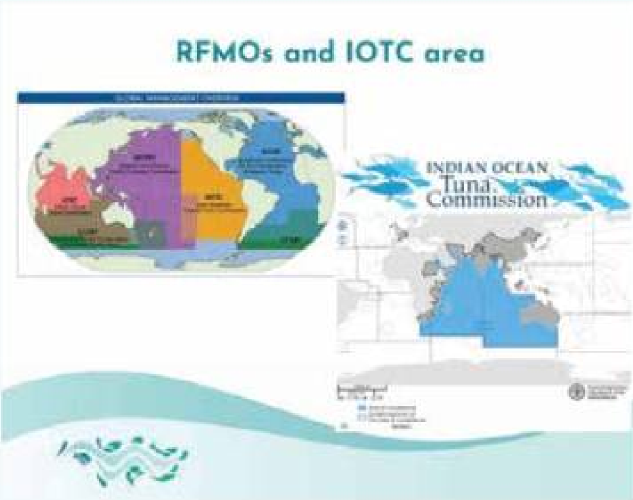

PPT Slides (25-30)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-২

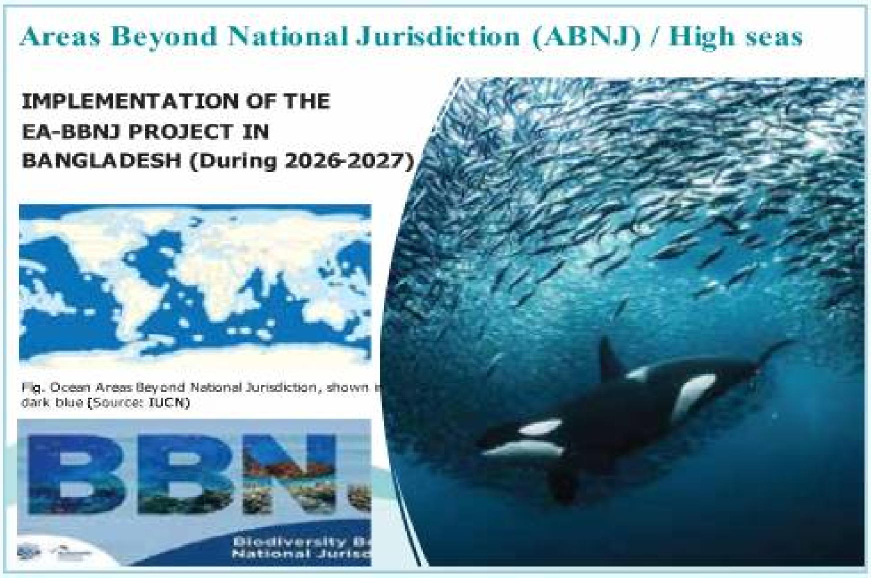

PPT Slides (31-34)

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা-৩

FISHNET: Fisherfolk Integration for Sustainable Habitat and Natural Ecosystem Transformation

PPT Slides (1-6)

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ

আমার সংবাদ

বিশ্ব মহাসাগর দিবসে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মশালা

Daily Post

Department of Fisheries holds Ocean Day

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বিশ্ব মহাসাগর দিবস উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মশালা

World Ocean Day-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মশালা আয়োজন

Bangla Vision টিভি টকশো: বাংলাদেশের মৎস্য খাত ও ওয়ার্ল্ড ওশ্যান ডে-২০২৬

প্রেস ব্রিফিং / সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (World Ocean Day-২০২৬)

প্রেস ব্রিফিং

ঢাকা, ৮ জুন ২০২৬

World Ocean Day-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মশালা আয়োজন

আজ World Ocean Day-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ খালেদ কনক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক, উপপরিচালক ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশের মৎস্য ও সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা, শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Oceanography বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Marine Fisheries Science, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির Dept. of Marine Fisheries and Aquaculture এবং Faculty of Earth and Ocean Science, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Fisheries and Marine Science, সামুদ্রিক মৎস্য আহরনকারী ট্রলার ও আর্টিস্যানাল নৌযান সংস্থা, Project Coordinator/ JICA Expert (FiLEP project), IUCN Bangladesh এবং WorldFish-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের মূল কারিগরি উপস্থাপনা প্রদান করেন মৎস্য অধিদপ্তরের ব্লু-ইকোনমি উইং এর উপপরিচালক ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (মেরিন) ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং FISHNET Project-এর প্রতিনিধি জনাব আরিফুজ্জামান। তাঁদের উপস্থাপনায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ, সুসুনীল অর্থনীতি, সামুদ্রিক গবেষণার বর্তমান অবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্রভিত্তিক ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

FISHNET Project-এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, ফিশনেট প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনার ৭টি গুরুত্বপূর্ণ জলজ ও উপকূলীয় প্রতিবেশব্যবস্থা (তেরাবেকা খাল, চর বিজয়, খালগোড়া খাল, সকিনা খাল, রায়েন্দা খাল, পৌর-ঘাটলা খাল এবং বগীরদোনা খাল) চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলোকে OECM ঘোষণার আওতায় আনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের সামুদ্রিক গবেষণার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গভীর সমুদ্র মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সুনীল অর্থনীতি বিকাশে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন।

PRESS BRIEFING

Dhaka, 8 June 2026

Celebrating World Ocean Day-2026 by Department of Fisheries Bangladesh

A workshop was organized today at the headquarters of the Department of Fisheries (DoF), Dhaka, to commemorate World Ocean Day-2026. The workshop was chaired by Dr. Md. Khaled Kanak, Director General of the Department of Fisheries. Directors, Deputy Directors, and other senior officials of the Department, along with representatives from universities, research institutions, and development organizations involved in fisheries, ocean science, research, education, and management, participated in the event.

Among the distinguished participants were representatives from the Department of Oceanography, University of Dhaka; the Department of Marine Fisheries Science, Bangladesh Agricultural University; the Institute of Marine Sciences and Fisheries, University of Chittagong; the Department of Marine Fisheries and Aquaculture and the Faculty of Earth and Ocean Science, Bangladesh Maritime University; the Department of Fisheries and Marine Science, Noakhali Science and Technology University; representatives of industrial trawler and artisanal fishing vessel associations; the Project Coordinator/JICA Expert of the FiLEP Project; IUCN Bangladesh; and WorldFish.

The keynote technical presentations were delivered by Dr. Muhammad Tanvir Hossain Chowdhury, Deputy Director (Blue Economy), Department of Fisheries; Dr. Md. Abdullah Al-Mamun, Assistant Director (Marine), Department of Fisheries; and Mr. Arifuzzaman, representative of the FISHNET Project. Their presentations highlighted Bangladesh's marine fisheries resources, blue economy initiatives, the current status of marine research, impacts of climate change, sustainable fisheries management, marine biodiversity conservation, and future prospects for ocean-based development.

The representative of the FISHNET Project noted that under the project, seven important aquatic and coastal ecosystems in Bagerhat, Patuakhali, and Barguna districts—Terabeka Khal, Char Bijoy, Khalgora Khal, Sakina Khal, Rayenda Khal, Pour-Ghatla Khal, and Bogirdona Khal—have been identified as potential sites for designation under Other Effective Area-Based

অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সময়ের দাবি।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক ড. মোঃ খালেদ কনক World Ocean Day-২০২৬ এর তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।

ইতোমধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর সমন্বয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত ইন্টার্নশীপ কার্যক্রমকে আরো বর্ধিত করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল সামুদ্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে FISHNET Project- সার্বিক সহযোগিতা করেন।

Conservation Measures (OECMs). He sought the support of the Department of Fisheries in advancing this initiative.

During the discussion session, experts and participants provided valuable opinions and recommendations on priority areas for marine research in Bangladesh, strengthening ocean observation systems, exploration of deep-sea fisheries resources, addressing climate change impacts, conserving marine biodiversity, controlling marine pollution, and promoting coordinated initiatives for the development of the blue economy.

Participants emphasized that Bangladesh's maritime domain plays a vital role in ensuring food security, employment generation, economic growth, and environmental sustainability. They noted that sustainable utilization of marine resources through science-based research, evidence-driven management, and international cooperation is essential for the future.

In his remarks, Director General Dr. Md. Khaled Kanak highlighted the significance of World Ocean Day 2026 and stressed the importance of science-based decision-making, expanded marine research, and stronger collaboration among universities, research institutions, and government agencies to ensure the sustainable management of Bangladesh's marine resources. He also encouraged further expansion of the internship programme currently being implemented through the Marine Fisheries Office, Chattogram, for university students. He underscored the importance of active participation by young researchers, academic institutions, and development partners in marine resource management and called upon all stakeholders to work together to conserve marine resources, strengthen research efforts, and ensure a healthy and productive marine environment for future generations.

The workshop was organized with the overall support of the FISHNET Project.

সংযোজনী ১

অনুষ্ঠানসূচি (Programme Schedule)

Time	Session Title	Activities	Responsible
11:00 – 11:30 AM	Registration	Registration of participants	Self
11:30 – 11:40 AM	Opening Session	Welcome speech	Director General, Department of Fisheries (DoF), Bangladesh.
11:40 – 11:50 AM	Theme Presentation	Presentation on World Ocean Day 2026 theme	Deputy Director, Blue-Economy, DoF.
11:50 – 12:10 PM	Presentation	Presentation on Marine Fisheries Development and Blue Economy Opportunities in Bangladesh	Assistant Director, Marine Section and Focal Person (EA-BBNJ Project), DoF.
12:10 – 12:30 PM	Tea Break		
12:30 – 01:00 PM	FISHNET Project	Speech	FISHNET Project Representative
01:00 – 01:30 PM	Open Discussion	Inputs & recommendations	All Participants
01:30 – 01.40 PM	Closing Session	Summary & closing remarks	Director General, Department of Fisheries (DoF), Bangladesh.
1:40 - 02:30 PM	Lunch		

যোগাযোগ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
https://fisheries.gov.bd

World Ocean Day Celebration-2026

একটি সুস্থ, উৎপাদনশীল ও টেকসই সমুদ্রের জন্য সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রয়াস